অলিম্পিক ২০০৪ এ ভারত

মানস গঙ্গোপাধ্যায়

--- কিছু ভাবনা

১৯৯৬ তে আটলান্টা অলিম্পিকের প্রাক্কালে ভারতের তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী ধনুষ্কোটি আদিত্যন দেশবাসীকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন যে, ভারত নাকি অলিম্পিক থেকে ৮টি সোনার পদক জিতে আনবে। অলিম্পিক শেষে ভারত অবশ্য লিয়েন্ডার পেজের সৌজন্যে লন টেনিসে একটি ব্রোঞ্জপদক নিয়েই দেশে ফিরেছিল। ২০০০এ ক্রীড়ামন্ত্রী বদলায়। শাহনওয়াজ হোসেন আরও একধাপ এগিয়ে ঘোষণা করলেন যে, ভারত সিডনীতে ১০টি সোনা জিতবে। ভারোত্তলক কর্ণম মাল্লেরী ১টি ব্রোঞ্জ পদক জিতে যে যাত্রায় চূড়ান্ত লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন ভারতকে।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের প্যারি অলিম্পিক থেকে ভারত এ যাবৎ সবকটি অলিম্পিকে অংশ নিয়েছে। কিন্তু এই ১০০বছরে ভারতের সাফল্য বলতে হকিতে ৮টি সোনা সহ ১৪টি পদক। ১৯০০ তে নর্মান প্রিচার্ডের এ্যাথলেটিকে ২টি রূপোর পদক। ১৯৫৪ তে কুস্তিগীর কে. ডি. যাদবের ব্রোঞ্জ জয়। আর শেষ ২টি অলিম্পিকের লিয়েন্ডার পেজেরটেনিসে ও কর্ণম মাল্লেরীর ভারোত্তলনে ব্রোঞ্জ জয়। ভারতের নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী সুনিল দত্ত তাই সাহস করে কোনো আশার বাণী শোনাতে যান নি। একশ কোটির দেশে ভারতের আথেন্স থেকে প্রাপ্তি ডাবল ট্র্যাপ শুটিং এ রাজ্যবর্ধন রাঠোরের জেতা ১টি মাত্র রৌপ্য পদক। অথচ ১৪ বিভাগে মোট ৭৮ জন ভারতীয় ক্রীড়াবিদ এবছরের অলিম্পকেঅংশ নিয়েছিলেন। গেম্‌সের এক মাস আগে থেকে প্রিন্ট মিডিয়া আর ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রচারের আতিশয্যে সাধারণ ক্রীড়ামোদীরা হয়ত মনে মনে বিশ্বাস করতে শু করেছিলেন যে ভারত নিশ্চয়ই এবার অ্যাথলেটিক্স হকি তীরন্দাজী ভারোত্তলন শুটিং এবং লন টেনিসের ডাবল্‌স ইভেন্ট থেকে কিছু পদক জিতে আনতে সক্ষম হবে।

কিন্তু অলিম্পিক শু হওয়ার পর বাস্তবে আমরা কি দেখলাম? মহিলাদের দলগত তীরন্দাজীতে ভারত অল্পের জন্য ব্রোঞ্জ জিততে ব্যর্থ হল। ভারতের দুই মহিলা ভারোত্তলক প্রতিমা কুমারী ও সানমোচা চানু দেশের মুখডুবিয়ে ডোপ পরীক্ষায় ধরা পড়লেন এবং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় অলিম্পিক কমিটি জাতীয় কোচ পল সিং সাঁধু ও বেলাশ থেকে আগত বিদেশী কোচ তারনেস্কোকে বরখাস্ত করলেন। সিডনী অলিম্পিকে ভারোত্তলনে ব্রোঞ্জজয়ী কর্নম মাল্লেরী উপস্থিত সবাইকে বিস্ময়ে হতবাক্ করে প্রতিযোগিতার মঞ্চে ওঠার পর ওজন তুলেই ফিরে আসেন। এখানে প্রা থেকেই যায়, তাঁর কথামত শিরদাঁড়ায় মারাত্মক চোটটি প্রতিযোগিতার মঞ্চে ওজন না তুলেই তিনি কি করে উপলব্ধি করলেন?

অলিম্পিক হকিতে ৮ বারের সোনাজয়ী ভারত মাত্র ২টি ম্যাচ জিতে আর ৫টিতে হেরে শেষ পর্যন্ত সপ্তম স্থান অধিকার করে। অলিম্পিকের ঠিক আগে ভারতীয় হকিদলের ইতিহাসে প্রথম বিদেশী কোচ হিসাবে জার্মনীর গেরার্ড রাখের নিয়োগও আথেন্সে ভারতীয় হকির চরম ভরাডুবি খতে পারে নি। প্রতিটি অলিম্পিকের আগে দেশবাসীকে হকিতে পদক জয়ের স্বপ্ন দেখানো হয়। আর অলিম্পিকের শেষে হকি প্রেমীদের জন্য বরাদ্দ থাকে একরাশ হতাশা। আসলে ৭০ দশকে আন্তর্জাতিক হকিতে অ্যাস্ট্রো টার্ফের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বিহকিতে ভারতীয় আধিপত্যের দিন শেষ হয়েছে। একটা পরিসংখ্যান দিলেই বিষয়টি বোধহয় স্পষ্ট হবে। বয়কটদীর্ণ ১৯৮০-এর মস্কো অলিম্পিকে সোনা জেতার পরের ২৪ বছরে ভারত একটিবারের জন্যও অলিম্পিক হকির সেমি ফাইন্যালে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে নি।

লন টেনিসে মসৃণ গতিতে সেমিফাইনাল পর্যন্ত এগিয়েও ভারতের বড় ভরসা ডাবল্‌সের লিয়েন্ডার পেজ---মহেশ ভূপতি জুড়ির ছন্দপতন ঘটে সেমিফাইনালে অবছাই জার্মান জুড়ির সঙ্গে ম্যাচে। এমনকি ব্রোঞ্জ জেতার লড়াইতেও ত্রোয়েশিয়ান জুড়ির হাতে পরাস্ত হয়ে আথেন্স থেকে লি-হেশ জুটিকে শেষ পর্যন্ত শূন্য হাতেই ফিরতে হয়।

জীবনের সর্বোচ্চ লাফ (৬.৮৩ মি.) লাফিয়েও এবং জাতীয় রেকর্ড গড়েও বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স ব্রোঞ্জ জয়ী ভারতের অঞ্জু ববি জর্জ শেষ পর্যন্ত ফাইনালে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে দীর্ঘদিন বিদেশে থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়া এবং প্রচুর বিদেশী প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া অঞ্জুকে অলিম্পিকের বিসেরা লংজাম্পারদের ভিড়ে কখনই বেমানান মনে হয় নি।

আথেন্সে ভারতীয় ক্রীড়াকাশে ঘনিয়ে থাকা কালিমার প্রান্তে রজতরেখা দেখা গিয়েছিল একদিনই যেদিন স্থানীয় মার্কোপোলো শুটিং রেঞ্জে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর ৩৫ বছর বয়সী রাজস্থানী যুবক রাজ্যবর্ধন রাঠোর ডাবল ট্র্যাপ শুটিং -এর ফাইনালে রৌপ্য পদক জিতে নিলেন। হকি ছাড়া অন্য কোনো ইভেন্টে রৌপ্য পদক জেতার জন্য ভারতাসীর ১০৪ বছরের সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবশেষে অবসান হল!

অথচ আমাদের প্রতিবেশী দেশ চীনকে দেখুন। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণ, সর্বোপরি সরকার, অলিম্পিক অ্যাশোসিয়েশন, ক্রীড়াবিদ --- সবার তরফে অলিম্পিকের আসরে দেশের পতাকাকে উঁচুতে তুলে ধরার ঐকান্তিক ইচ্ছাকে সম্বল করে একটা দেশ কোন্ উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে চীন বোধহয় তার জ্বলন্ত দলিল।এতকাল যাবৎ অলিম্পিকে চীন বলতে বোঝাত শুধুমাত্র টেবিল টেনিস্, জিম্‌ন্যাস্টিক আর ডাইভিং। আথেন্স সাক্ষীথাকল বিশ্ব অ্যাথলেটিকে মার্কিন একাধিপত্যে ভাগ বসিয়ে প্রবল প্রতিপক্ষ হিসাবে চীনের উত্থানের। ৩২টি সোনা, ১৭টি পো আর ১৪টি ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে চীন তাই অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই আমেরিকার ঠিক পিছনেই পদক তালিকায় দুই নম্বরে। বেজিং -এর পরবর্তী অলিম্পিকে চীনাদের হাতে মার্কিনদের সিংহাসন চ্যুত হতে দেখলেও তাই বোধ হয় বিশেষ অবাক হবার কিছু থাকবে না।

আর আমরা কি করব? অলিম্পিক শেষ হওয়ার পরবর্তী ছ মাস ভারতের পাহাড় প্রমাণ ব্যর্থতার চুলচেরাবিশ্লেষণ করব। কখনো সরকার, কখনো ভারতীয়

অলিম্পিক কমিটি, কখনো ক্রীড়াবিদ প্রশিক্ষকদের উপর ক্ষোভে ফেটে পড়ব। লোক - দেখানো কিছু তদন্ত কমিটি গঠন করব, যার শীর্ষে অনিবার্যভাবে থাকবেন অতি ব্যস্ত কোনো রাজনৈতিক নেতা। তারপর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ব। ঐ সুখনিদ্রা হয় ভাঙবে বেজিং অলিম্পিকের দু মাস আগে। আবারও আসন্ন অলিম্পিকে ভারতের সম্ভাবনা নিয়ে অনেক নীতিগর্ভ ভাষন দেব। তারপর বিরাট কর্মকর্তার দল নিয়ে অলিম্পিকে যোগ দিতে যাব। ভাবা যায়--- কর্মকর্তাদের অলিম্পিক যাওয়ার সুযোগ করে দিতে গিয়ে হেপ্টাথেলন -প্রতিযোগী সোমা ঝিাসের প্রশিক্ষক কুন্তল রায় তাঁর ছাত্রীর সঙ্গে আথেন্সে যেতে পারেন নি। সোদপুর থেকে সুদূর আথেন্সে টেলিফোনে সোমাকে পরামর্শ দিয়েই তাঁকে ক্ষান্ত হতে হয়েছে। আসলে সরকার, অলিম্পিক কমিটি, ক্রীড়াবিদ---প্রতিটি স্তরেই যতক্ষণ না পর্যন্ত ব্যর্থতার জবাবদিহি করার দায় বর্তাচ্ছে ততক্ষণ পরিস্থিতির উন্নতির আশা কম। দায়বদ্ধতা প্রসঙ্গে একটি সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ বোধ হয়ে এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সংবাদে প্রকাশ --আথেন্স অলিম্পিকে পোল্যান্ড ৪টি সোনা জেতার পর সে দেশের অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান পদত্যাগ করে বলেছেন যে তাঁদের দেশের অলিম্পিকে আরও অনেক ভাল ফলাফল করা উচিত ছিল। এই ব্যর্থতার দায় স্বীকারকরে তিনি সরে যাচ্ছেন। ভারতে এই জাতীয় কোনো ঘটনা ঘটার কথা আমাদের স্বপ্নেরও অতীত।

তাহলে ভারতের ব্যর্থতার এই ট্র্যাডিশন কি সমানে চলতেই থাকবে? না, এতটা হতাশাবাদী না হয়ে এখনথেকে আমরা যদি ৮ বছর পরের অলিম্পিকের কথা মাথায় রেখে সম্ভাবনাপূর্ণ কয়েকটি ইভেন্ট বেছে নিয়ে খেলোয়াড়দের বিদেশ প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে অগ্রসর হই তাহলে ২০১২এর অলিম্পিয়ার্ডে আমরা নিশ্চয়ই কিছু সুফল পেতে পারি। আমাদের দেশে প্রতিভার আকাল কোনোকালেই নেই। প্রয়োজন ঐ সুপ্ত প্রতিভাকে খুঁজে বের করে সরকার ও স্পনসরদের যৌথ উদ্যোগে তৈরী অ্যাকাডেমীতে তাদের রেখে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের আন্তর্জতিক মানোপযোগী করে গড়ে তোলা। আর প্রচারমাধ্যমকেও দ্রুত বুঝতে হবে--- ক্রিকেটকে তারা যতই বিপণন কক ক্রিকেট কিন্তু অলিম্পিক ইভেন্ট নয়। তাইস্পনসরদের অলিম্পিক ইভেন্টগুলোতে আকৃষ্ট করতে তাদেরও বিরাট ভূমিকা পালন করতে হবে। আসুন, আমরাসবাই মিলে শপথ নিই--- শুধুমাত্র অংশগ্রহণ করে নয়, গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে নিজেদের পারফরমেন্সের জোরে আমরা অচিরে নিজেদের গ্রেটেস্ট করে তুলবই।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com